আমার পোষা কুকুর : ক্লাস ৭-৮

(সিডি৭/এনডি৮পি)

আমাদের পাড়ার গলিটাতে অনেক কুকুর। পাড়ার এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে খাবার পায়। তার থেকে একটা কুকুরের একদিন ছ'টা বাচ্চা হল। আমরা রোজ ভাঁড়ে করে দুধ দিয়ে আসতাম ওদের জন্যে। দাদা মায়ের কাছে বায়না করে একটা বাচ্চা বাড়ি এনেছিল। ওর গায়ের রঙ কালো ছিল বলে ওর নাম দিয়েছিলাম কালু। ও সব সময় আমার আর দাদার পায়ে পায়ে ঘুরত। আমরা বাড়িতে না থাকলে মায়ের রান্না ঘরের সামনে চুপটি করে শুয়ে থাকত।

আস্তে আস্তে কালু বড় হতে থাকল। আমরা পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওকে নিয়ে খেলা করতাম। ওর দুটো বল ছিল। একটা লাল আর একটা সাদা। ঐ বলদুটো যে কেউ যেখানেই লুকিয়ে রাখুক না কেন কালু ঠিক খুঁজে বার করে আনত। আমাদের বাড়িতে যত লোক আসত সবাই একবার করে ওর বল লুকিয়ে দিত আর কালু সেই বল বার করে আনত। সবাই খুব মজা পেত, খুশি হত। কালু রাতে আমাদের বিছানায় এসেই শুতো।

সব থেকে মজার কথা কি কালু দাদাকে স্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসত। দাদা সাইকেলে করে স্কুলে গেলে কালু পিছন পিছন ছুটত। আমাদের যখন স্কুল থেকে ফেরার সময় হত তখন ও দরজার সামনে বসে থাকত। আমরা এলেই ও আমাদের দেখে লাফালাফি করত আর চাটাচাটি করত। আমরা যখন মাস্টার মশাই-এর কাছে পড়তে বসতাম তখন কালু টেবিলের নিচে চুপটি করে আমাদের পায়ের কাছে বসে থাকত। মা আমাদের খেতে দিলেই ওকেও দিতে হত নইলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলত।

আমার বাবা এমনিতে খুব চুপচাপ প্রকৃতির। কিন্তু কালু বাবার কাছে থাকলে বাবা ওর সাথে কথা বলতেন আর কালুও লেজ নেড়ে নেড়ে বাবার কাছে কাছেই ঘুরত।

একবার আমার খুব অসুখ করেছিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছিলাম না। সেই সময় কালু সর্বক্ষণ আমার গায়ের পাশে মনখারাপ করে বসে থাকত। কিছু খেতে চাইত না। আমার ডাক্তারকাকু যখন আসত তখন ও ছটফট করে উঠত। ভাবত বুঝি আমি ভাল হয়ে যাব। আমি ভাল হয়ে উঠতেই দাদুর শরীর খারাপ হল। তাই মা কদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়েছিলেন। সেই সময় কালু কেবলই মন খারাপ করে মায়ের জন্য রান্না ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করত। এইভাবে দিন বেশ কাটছিল কালুকে নিয়ে আমাদের।

একদিন দুপুরবেলা যখন আমরা স্কুলে, মা কাজের পরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নিজের ঘরে সেই সময় কালু হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে যায়। তখন রাস্তার একটা কুকুর কালুর সাথে ঝগড়া করে ওকে কামড়ে দেয়। রাস্তার কুকুরটা পাগল ছিল। কালু মার খেয়ে বাড়ি ফিরে কাঁদতে লাগল। আমরা স্কুল থেকে ফেরার সময় পাড়ার কাকু, দাদাদের কাছে খবর পেলাম যে কালুকে একটা অন্য কুকুর কামড়েছে।

আমরা বাড়ি ফিরতেই কুঁইকুঁই করে আমাদের কাছে নালিশ জানাল। ওর ক্ষতে ওষুধ দিয়ে দিলাম।

এর ঠিক দুদিন পরেই কালুর আচরণ পাগলের মত হয়ে গেল। সবাই ওর সামনে যেতে ভয় পেত। কেবল আমাকে কিছু করত না। যখন তখন রাস্তায় বেরিয়ে একে ওকে তেড়ে যেত। তাই পাড়ার লোকেরা ভয় পেয়ে কর্পোরেশনে খবর দেওয়ায় সেখান থেকে লোক এসে কালুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। আমরা কেঁদে ফেললাম। পুরো বাড়িটাই থমতমে হয়ে গেল। আমরা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে শুধুই কেঁদে চললাম। সারাক্ষণ কালুর স্মৃতি আমাদের তাড়া করে বেড়াত। এখনও রাস্তার কুকুর দেখলে কালুর কথা মনে পড়ে। কি জানি আমাদের কালু বেঁচে আছে কিনা তবে আমাদের কাছে ও এখনও জীবন্ত।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪